SEMESTER-6
PAPER:CC-13
MODULE-2
পাঠ প্রণেতা: ড. অনুরাধা গোস্বামী

সোনার তরীর: বৈষ্ণব কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর নব মূল্যায়ন

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতাটি পৃথিবীকে ভালোবাসার ঐকান্তিক আগ্রহে মমতাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিনব দৃষ্টির উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম তার রচিত ছিন্নপত্রের ৪৮ সংখ্যক পত্রে তিনি লিখেছেন:

"আবার ১০৮ নম্বর পত্রে তিনি পুনরায় লিখেছেন বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।।বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো মিষ্টি মিষ্টি কবিতা লিখেছেন ।কিন্তু একটা কথা ভাবেননি এরকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কি মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন ।এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না। কেবল মানসচোখে ছবির মত দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি বিকশিত কদম্ববনের ছায়া দিয়ে যমুনার তীরপথে প্রেমের আকর্ষনে ঝড় বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মত চলেছে ন। হায় আবশ্যক জিনিস গুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত! আবশ্যকের শত লক্ষ্ দাসত্ব বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্য কবিতা মিথ্যে ভান করছে।"
আবার ১১৮ নং পত্রে তিনি পুনরায় লিখেছেন:

"বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়"।

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব পদেরই রসভাষ্য-এমন আরোপিত আদর্শে বৈষ্ণব কবিতা পাঠ করতে চাননি রবীন্দ্রনাথ।। বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও তার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতি রাধা ঠাকুরাণীর ভাব বৃন্দাবনের লীলাকে চৈতন্যোত্তোর কবিরা আধ্যাত্মিক আবেশ দান করেছেন। এই আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা কে উপেক্ষা না করেও মধুর রস আশ্রয়ী প্রেম কবিতা রূপে বৈষ্ণব পদাবলীর অন্য আরেক পাঠ আস্বাদন করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পার্থিব নর-নারীর প্রেমার্তিরূপে বৈষ্ণব কবিতাকে দেখতে চেয়েছেন কবি।

তার কবিতায় প্রথমেই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন তুলেছেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার চিত্রাদি, বৈষ্ণব কবিরা কোথা থেকে পেলেন? একেবারে কল্পলোক থেকে তো কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। -বাস্তব পটভূমিকা রূপ রসের সংমিশ্রণে সাহিত্য হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান, অভিসার বিরহ মিলন কি শুধু দেবতার জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে আছে? মানুষের কি তাতে কোন অধিকার নেই? পৃথিবীর মানুষ কি দূরে বসেই ভক্ত ও ভগবানের একান্ত হয়ে ওঠা

সংগীত শুনবে? এই সংগীতেই দেবতার প্রেম লীলার মানুষ যদি নিজেও প্রেমিক হয়, যদি দেবতার প্রেমে নিজের প্রেমকে উপলব্ধি করে তবে কি বৈষ্ণব কবিরা অসুখী হবেন?

আসলে বৈষ্ণব কবিতার পাঠক রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত এই পথগুলির তত্ত্বনিরপেক্ষ কাব্যিক আবেদন রয়েছে। শুধু দেবতার প্রেম লীলা নয়, মর্তমানব মানবীর হৃদয় কথাও এখানে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান নয়। কোভিদ মনে হয় মানবীয় মুখ থেকে চোখ থেকে প্রেমের স্বাভাবিক গতি যা আভাসিত হয়েছে তা থেকেই বৈষ্ণব কবিরা নানাভাবে কল্পনা করে বৈষ্ণবীয় রূপে রাধা কে সাজিয়েছেন। প্রিয়র মধ্যেই আমরা অনন্তকে দেবতাকে দেখি তাই প্রিয়ার কাছ থেকে জাপায় তা দিয়ে থাকি দেবতাকে। এতে দোষের কিছু নেই রোষেরও কোনো কারণ নেই। এভাবেই কবি বৈষ্ণব কবিতার মূল্যায়ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বৈষ্ণব কবিরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মর্ত লোকের নরনারীদের প্রেমের আলোকে। তাই রাধিকার চিত্র দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা তার মানবিক প্রেম থেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।। কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনেরা হয়তো এ কথা মানতে রাজি নন। কারণ ততটাই তাদের মতে লৌকিক প্রেম কোনক্রমে অলৌকিকত্ব দাবি করতে পারেনা। তারা মনে করেন ঈশ্বরকে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোন ভালোবাসা থাকতে পারে না। কিন্তু সত্যি কার প্রেম সবসময়ই স্বর্গীয়। কারণ প্রেম মানুষকে উন্নত করে অশুভ্ থেকে সুখের জগতে উত্তরণ করে। প্রেমের অনুশাসনই হচ্ছে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। তাই প্রেম মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে মানবিক অবদানকে অগ্রাহ্য করলে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল্য শাস্ত্র কারদের কাছে যতই মূল্য বৃদ্ধি পাক তা মানুষের কাছে কমতে বাধ্য। তাই তিনি বৈষ্ণব কবিতার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা রেখেছেন এই বলে:

“সত্য করে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি
কোথায় তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ তাপিত হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে”।

আসলে কবি বলেছেন যে বাস্তব প্রেমের মধ্যেই দেবত্ব নিহিত আছে। প্রেমকে বাস্তব ক্ষেত্রে থেকে সরিয়ে অপ্রাকৃতের মধ্যে স্থাপন করা যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন বিরাজ করছে এবং তার মধ্যে চিরন্তন হৃদয়ের লীলা সংঘটিত হচ্ছে।

বৈষ্ণব কবিতার মূল সুরে আছে জীবনবাদী মানবতাবাদী মনের প্রীতি। কবি মনে করেন ভক্ত সমাজ ও তাদের আরাধ্য ভগবান কেউই সংসার বহির্ভূত নয়। আসলে মর্ত নরনারীর প্রেমপথ বেয়েই বৈকুণ্ঠের ভগবানের প্রতি যাত্রা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঞ্চভূত প্রবন্ধ গ্রন্থে মনুষ্য প্রবন্ধে বলেছেন :

"যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই।। জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার নাম ভালোবাসা।"।

রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটাই বৈষ্ণব কবিতায় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। রবীন্দ্র সরণি -প্রমথনাথ বিশী
২। রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা -উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য